মাইক তার রদ্দি মার্কা পিক আপ ট্রাক চালিয়ে যখন তার ড্রাইভয়েতে এসে থামল, তখন প্রায় সকাল দশটা। চা টা মাত্র শেষ করেছে মিজান। দূরে জঙ্গলের ভেতর থেকে জুলেখাকে বের হতে দেখে স্বস্তি পেল। আর কিছুক্ষনের মধ্যে না ফিরলে সে হয়ত নিজেই চলে যেত তাকে খুঁজতে।

মাইককে দেখেই বুঝল আগের দিন রাতে সে পেট পুরে বিয়ার খেয়েছে। দামী মদ খাবার পয়সা তার নেই। সে সাধারণত সস্তা বিয়ার খায়। খেয়ে ডাব্বা হয়ে থাকে। এক বৈঠকে পাঁচটা-ছয়টা সাবাড় করা তার জন্য তেমন কোন অসাধ্য ব্যাপার নয়। মিজানকে দেখে বিশাল একটা হাই ফাইভ দিল। "কেমন আছো বস? কাজ কর্ম কেমন চলছে?"

তার জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনেই একটু প্রমাদ গুনল মিজান। সে মাইককে অনেক দিন ধরে দেখছে। জানে, মাতাল থাকুক, না থাকুক, মাইক কখন কোন ফালতু কাজ করে না। সে নিজের মত কাজ করে চলে যাবে। বাসায় গিয়ে আবার কাড়ি কাড়ি বিয়ার খাবে। তার কাজে সেই জন্য কোন সমস্যা হয় না। অবশ্য তাকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করালে মিজান সতর্ক থাকে। একবার ইট পাথরের কাজ করিয়েছিল। তখন কাজে ছুটি নিয়েছিল।

মিজান মাইকের পিঠে একটা আলতো চাপড় মেরে বলল, "আমি তো ঠিকই আছি। তোমার যে অবস্থা, পুলিশ ধরলে তো ঐ মুড়ির টিন গার্বেজে চলে যেত, তোমার ড্রাইভিং করাও বন্ধ হয়ে যেত।"

খ্যাক খ্যাক করে উঁচু গলায় হাসল মাইক। "আরে, পুলিশ কেন আমাকে ধরবে? আমি যখন মাতাল থাকি, তখন খুব সাবধানে গাড়ী চালাই।"

হেসে মাথা ঝাঁকাল মিজান। "সব মাতালরাই তাই মনে করে। এক্সিডেন্ট কি এমনি এমনি হয় মনে করেছ? চল, কাজ শুরু করা যাক। সময় লাগবে।"

"তুমি এগুতে থাক। আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছি।" শেডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পিছু ফিরে তাকিয়ে দূরে জুলেখাকে নজরে পড়ল তার। "তোমার বউ না?ওদিকে কোথায় গিয়েছিল? জঙ্গলের মধ্যে কত ধরণের প্রানী আছে। অনেকে বলে এদিকে নাকি কয়োটি আছে। সাবধান করে দিও। এতো কম বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করেছ তুমি! ইংরেজীওতো বোধহয় কিছু জানে না। তার সাথে কথাবার্তা কিছুই বলা যাবে না।"

মিজান নীচু গলায় বলল, "ওর সাথে তোমার কথা বলার দরকার নেই। যা লাগে আমাকে বল। ও ইংরেজী পড়তে, লিখতে পারে, বলতে অসুবিধা।"

মাইক বিড়বিড়িয়ে বলল, "আমার কথা বলতে বয়েই গেছে। আমি কাজ করতে আসি। কাজ শেষ হলে চলে যাবো।"

মিজান জুলেখা বাসায় না পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তাকে দেখে মনে হল সে খুব চমৎকার মেজাজে আছে। মিজানকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। "জঙ্গলের ভেতরটা এতো সুন্দর। পায়ে চলা পথটা দিয়ে অনেক দূর যাওয়া যায়। পথটা কে বানিয়েছে?"

শ্রাগ করল মিজান। "আমি যখন কিনেছিলাম তখন থেকেই আছে। হয়ত আগে মানুষ জন চলাফেরা করত। কত দূর গিয়েছিলে আজকে?"

"আধা মাইল হবে। পথটা ভেজা। বেশী জোরে হাঁটা যায় না। চা খেয়েছন?"

"হ্যাঁ। তোমাকে এক কাপ বানিয়ে দেব?"

মাথা নাড়ল জুলেখা। "আমি বানিয়ে নেব। আপনি যান। লোকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে শেড

থেকে বেরিয়ে দক্ষিন দিকে গেল। টলে টলে হাঁটছে। এই মাতালটাকে ছাড়া কি অন্য মানুষ পাওয়া যায় না?"

"ও মানুষটা ভালো। একটু টানে এই আরকি!" মিজান মাইকের হয়ে অজুহাত বের করার চেষ্টা করল। জুলেখা মদ্য পান পছন্দ করে না। তাদের পরিবারে কেউ নাকি কখন ওসব করে নি। মিজানকে সে প্রথমেই এই একটা ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ করেছে।

জুলেখা শুষ্ক গলায় বলল, "মদ মানুষের স্বত্তাকে নষ্ট করে দেয়। এই সাদা লোকটাকে আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না। ও পয়সার জন্য সব করতে পারে।"

এই কথা বলার কারণটা পরিষ্কার হল না মিজানের কাছে। মাইক সৎ মানুষ। জুলেখার এমন একটা খারাপ ধারনা হবার কোন কারণ নেই। জুলেখা বাসার মধ্যে চলে গেল। মিজান মাইকের পিছু নিল। সে এক হাতে চেইন স এবং অন্য হাতে একটা কুড়াল নিয়ে খুব হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে। মাইকের কোন কিছুতেই কোন তাড়া নেই। যে কাজ এক ঘন্টায় হয় সেই কাজ সে দুই ঘন্টায় করে। মিজানের তাতেও কোন সমস্যা নেই। মাইক পয়সা ডাবল হাঁকে না। তার দুই ঘন্টা লাগুক আর তিন ঘন্টা লাগুক, পয়সা সেই এক ঘন্টারই। এটাই মিজানের পছন্দ। সে কারো মাথায় কাঠাল ভাঙার চেষ্টা করে না।

চেইন স নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, অতিরিক্ত শব্দ করে। মিজানের এতো শব্দ পছন্দ হয় না। মাইক আবার ওসব নিয়ে তোয়াক্কা করে না। সে কানে হয়ত একটু অল্প শোনে। একসময় নাকি খুব বন্দুক পিসতল নিয়ে ঘাটাঘাটি করত। কানের উপর খুব অত্যচার যায়, তার ভাষ্য অনুযায়ী। প্রায় ঘন্টা দুয়েক একটানা কাজ করল মাইক। মিজান তার সাথে এদিক সেদিক একটু হাত লাগাল। প্রথমে গাছটাকে তিন-চার ফুটের ছোট ছোট অংশে কাটছে মাইক। সরিয়ে সরিয়ে সেগুলোকে এক জায়গায় স্তুপ করছে সে। পরে কুড়াল দিয়ে এই প্রত্যেকটা অংশকে আবার জ্বালানী কাঠের সাইজ করে কাটবে।

কাজ করতে করতে হেড়ে গলায় গান ধরে মাইক। ইংরেজী কোন একটা গান। সেই গানের মাথামুন্ডু কিছুই বোঝে না মিজান। শুধু এই টুকু বোঝে, এটা কান্ট্রি মিউজিক। সে কিছু কিছু শুনেছে, কিন্তু মাইকের গাওয়া গান গুলো সে কখন শোনে নি। হয়ত অনেক পুরানো গান। মাইককে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। সে শুধু জোরে জোরে হাসে, ব্যাখ্যা করে কখন কিছু বলার প্রয়োজন মনে করে না।

ঘন্টা দুই পরে একটু বিরতি নেবার পালা এলো। মিজান এক জগ পানি এনে দিল। বেচারী একেবারে ঘেমে গেছে। মে মাসে তাপমাত্রা এখনো তেমন গরম নয়। কিন্তু কিছুক্ষন কাজ করলেই ঘাম ছুটে যায়। রোদে দাঁড়িয়েই মিজান শার্টের নীচে ঘামছে।

একটা গুঁড়ির উপর আরাম করে বসে জগ থেকে ঢক ঢক করে পানি খেল মাইক। তার ব্যবহার চাঁচাছোলা নয়। সে শ্রমিক শ্রেনীর মানুষ, সেই রকমই তার আচার আচরণ। মিজান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মাইক হঠাৎ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল,"হরিণ! দেখেছ? এই তিনটেকে আমি আগেও দেখেছি। তোমার এদিকেই বোধহয় কোথাও থাকে। ওহ, মেরে খেতে যা মজা লাগবে না! আগে যেতাম হরিণ শীকারে। কয়েক বছর আর যাই না। আজকাল শীকারে যেতেও আলস্য লাগে। আমার বাবা ছিল

খুব বড় শীকারী। ভল্লুক পর্যন্ত মেরেছে। আরেকটু হলে তাকেও পরপারে পার করে দিয়েছিল এক ভল্লুক। হঠাৎ করে পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে। কিন্তু বাবার কপাল ভালো ছিল। এক মুহূর্ত আগে টের পেয়ে যায়। সময় মত সরে গিয়ে একটা গুলী জন্তুটার হার্ট বরাবর চালিয়ে দেয়। যাই হোক, বাবার সাথে আমি ছোটবেলায় হরিণ শীকারে যেতাম খুব। প্রত্যেক বছর দুইটা তিনটা বিশাল বিশাল হরিণ মারতাম। সবাইকে দিয়ে থুয়েও যা থাকত তাতে আমাদের বছর চলে যেত। মজাই লাগে হরিণের গোশত।"

হরিণ তিনটাকে মিজানও আগে দেখেছে। মা এবং দুই বাচ্চা। হরিণীটা শীতের আগে আগে বাচ্চা প্রসব করেছিল। প্রতি শীতেই সে বাচ্চা নিয়ে হরিণীদেরকে চলাফেরা করতে দেখে। দেশে থাকতে সুন্দরবনে গিয়ে হরিণের মাংশ দু' একবার খেয়েছে, কিন্তু তাতে তার নিজের খুব একটা আগ্রহ নেই। দেখতেই তার ভালো লাগে। মা হরিণীটা বড় বড় চোখ মেলে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চা দু'টা এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করছে। তাদের চলাফেরার কোন ঠিক নেই; কখন সন্ধ্যায় আসে, কখন আবার ভর দুপুর বেলা। তাদেরকে যেহেতু কেউ কোন বিরক্ত করে না, মানুষ দেখে তারা আদৌ ভয় পায় না।

মাইকের বোধহয় একটু খেলা করতে ইচ্ছে হল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখ, এই খান থেকে আমি কিভাবে ঐ হরিণীটাকে আঘাত করি। শ' খানেক ফুট তো হবেই, না? এক সময় আমি বুমেরাং চালানোয় খুব দক্ষ ছিলাম। এখানে তো আর বুমেরাং নেই। একটা ডাল কেটে সাইজ করে নিলে বুমেরাং হিসাবে চালানো যাবে।"

সে চেইন স ব্যবহার করে দ্রুত হাতে একটা বুমেরাং সাইজের ডাল কাটল। সেটাকে হাতে নিয়ে হরিণীটাকে নিশানা করতে করতে বলল, "এটা অবশ্য ফিরে আসবে না, কিন্তু ওর গায়ে আমি ঠিকই লাগাব।"

মিজান তটস্থ কণ্ঠে বলল, "মরে-টরে যাবে নাতো? তুমি তো জান এটা বেআঈনী।"

হা হা করে হাসল মাইক। "আরে, তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ, বস। কিচ্ছু হবে না ওর। একটা ধাক্কা মত খাবে, তার পর দেবে দৌড়। দেখ এবার। এক, দুই, তি...ন..."

মাইক কাঠটাকে ছুড়বার আগেই একটা কাঁচের প্লেট বুলেটের মত ছুটে এসে তার তলপেটে আঘাত করল। ককিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল মাইক, পেট চেপে ধরে গোঙাতে লাগল। ভয় পেয়ে তার পাশে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মিজান। পুরো ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটেছে যে সে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি কি ঘটল। কাঁচের প্লেটটা মাটিতে পড়ে আছে, অবাক হয়ে সেটা হাতে তুলে নিল মিজান। তার পেছনে কেউ দ্রুত পায়ে ছুটে আসছে। পেছন ফিরে দেখল, জুলেখা! তার আলু থালু শাড়ী, খালি পা, পিঠময় ছড়ানো চুল এবং জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে কি ঘটেছে বুঝতে বাকী থাকল না মিজানের। জুলেখা নিশ্চয় উপর থেকে দেখেছে মাইক কি করতে যাচ্ছিল। সে প্লেট ছুড়ে মেরে ধরাশায়ী করেছে মাইককে। যদি ডেকের উপর থেকে ছুড়ে থাকে, তাহলে কম করে হলেও একশ' ফুট দূর থেকে ছুড়েছে। তার মাথা ঝম ঝম করছে। অবিশ্বাষ্য ব্যাপার। এতো দূর থেকে এতো নিখুঁতভাবে এবং এতো জোরে কি করে মারল জুলেখা? মাইক পেট চেপে ধরে এখনও মাটিতে শুয়ে আছে। তাকে কোন করুণা দেখাল না জুলেখা। মিজানের পাশ কাটিয়ে মাইকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নীচু হয়ে এক হাত বাড়িয়ে টি শার্টের কলার চেপে ধরে প্রায় শুন্যে তুলে ফেলল তাকে। হিসহিসিয়ে বলল, "নো! নেভার। খুন করে ফেলব।

ডেভিল!"
মাইক ব্যাথার মধ্যেও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তাকে ছেড়ে দিতে ধপাস করে আবার মাটিতে পড়ল। কোঁকাতে কোঁকাতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। "মিজান, কি হচ্ছে এসব?"
মিজান কি করবে বুঝতে পারছে না। সে দ্রুত বলল, "মাইক, চলে যাও। আমি তোমাকে পরে ফোন দেব।"
মাইক অবাক চোখে জুলেখাকে দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে তার গাড়ীর দিকে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তার গাড়ীর চলে যাবার শব্দ পাওয়া গেল। হরিণগুলোকে হাত নেড়ে চলে যেত বলল জুলেখা। তারা যেন তার ইঙ্গিত বুঝে ধীরে ধীরে গভীর বনের দিকে চলে গেল। এবার আগুন ঝরা দৃষ্টিতে মিজানের দিকে তাকাল জুলেখা। "কেউ যদি ওদের কোন ক্ষতি করে, তার গলা টেনে ছিড়ে ফেলব আমি।"
মিজান মিনমিনিয়ে বলল, "ও ওদেরকে মারতে চায় নি, জুলেখা। একটু খেলা করছিল।"
মিজানের দিকে কঠিন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল জুলেখা। যখন কথা বলল তখন তার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর এবং কর্কশ শোনাল, সেখানে রাগ এবং ক্ষোভের পরিষ্কার চিহ্ন। "কে জুলেখা? আমি জুলেখা না। আমি চাঁদনী। আমার সাথে শয়তানী করলে জীবন নিয়ে নেব। বলে দিবি ওকে।"
ঘুরে দাঁড়াল জুলেখা। দৃপ্ত পায়ে হেঁটে বাসার ভেতরে ঢুকে গেল। মিজান হতবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে। চাঁদনী কে? কেন জুলেখা নিজেকে চাঁদনী বলে পরিচিয় দিচ্ছে? তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। জুলেখা তাকে আপনি করে সম্বোধন করে নি। বলেছে 'তুই'! এটাও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। বাসার ভেতরে যেতে তার এখন সত্যি সত্যিই ভয় হচ্ছে। জুলেখার কি তাহলে মাল্টিপল পার্সোনালিটি আছে? এইসব সে মুভিতে দেখেছে, গল্পে পড়েছে, কিন্তু এটা যে বাস্তবে হতে পারে সেটা সে কখনই ঠিক বিশ্বাস করে নি। একি বিপদে পড়ল সে? আড় চোখে বাসার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হল জুলেখা ওকে দেখছে না। তারপর শেডের পেছনে গিয়ে তার ঘনিষ্ট বন্ধু রহমতকে ফোন করল। ব্যবসার কাজে আমেরিকায় গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহর জন্য। নিশ্চয় ফিরে এসেছে। ফোনে তাকে পাওয়া গেল না। মেসেজ রাখল একটা। সে যেন মেসেজ পেলেই তাকে ফোন করে। খুব জরুরী। জীবন মরন ব্যাপার। যদি মিজান কোন কারণে ফোন না ধরে, তাহলে রহমত যেন মেসেজ রাখে। মিজান সুবিধা মত তাকে কল ব্যাক করবে।